দৈনিক বাংলা 046

তারিখ 26 JUN 1987

পৃষ্ঠা ... ১ কলাম ...

১২ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী: দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরাজী অক্ষুণ্ণ থাকবে

ভার্সিটি শিক্ষা অবৈতনিক করার পরিকল্পনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈতনিক করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। তিনি জানান, সরকার এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করছেন।

গতকাল জাতীয় সংসদে বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শিক্ষামন্ত্রী দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী করার একাধিক পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০০০ সালে নিরক্ষরতার অভিশাপ সম্পূর্ণ দূর করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সাল থেকে সারাদেশে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা চালু হবে। শীঘ্রই এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন হতে যাচ্ছে। তিনি জানান, সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা উৎসাহিত করবেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যায়ে মেধার গুরুত্বই বিবেচিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রীর আলোচনার শুরুর দিকে বিরোধী বেঞ্চ থেকে হৈচৈ করা হলেও তিনি শিক্ষা উন্নয়নের বিভিন্ন স্কীম যখন হাউসে পেশ করতে শুরু করেন, তখনই হৈচৈ বন্ধ হয়ে যায়।

জনাব মাহবুবুর রহমান জানান, সিলেট ও খুলনায় আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও দেশের অনিয়মিত মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্যে একটি আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন। এছাড়া প্রত্যেক সাবেক জেলার প্রধান কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করা হবে। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, বরিশাল বি এম কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের নাম ঘোষণা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

পরিকল্পনা

(প্রথম পৃঃ পর)

ইতিমধ্যে সারাদেশে ২০০ মাদ্রাসা সরকারী কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে বলেও তিনি সংসদে জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্যে জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্ট, প্রফেসর শামসুল হকের রিপোর্ট ও বর্তমান জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাঁরা করবেন। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির যৌক্তিকতা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এই ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা খাতের জন্যে কিছু সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষার ব্যয় সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্যেই শুধু ৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন।

বিরোধী দলের সদস্যদের বিরূপ সমালোচনার জবাবে জনাব মাহবুবুর রহমান সংসদে বলেন, 'স্বৈর শাসন' শব্দটি প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকারের কাছে অপরিচিত। এরশাদ শুধু একজন নেতা নন— তিনি মহানায়ক। যারা একদিন গণতন্ত্র হত্যা করেছিলেন, তাদের মুখে অন্যকে গণতন্ত্র হত্যাকারী বলা মানায় না বলে শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদের কার্যকাল সফলতা ও সংস্কারের অধ্যায় হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত হবে।

সশস্ত্রবাহিনীর সমালোচনাকারীদের উদ্দেশ্যে মাহবুবুর রহমান বলেন, এরা আছে বলেই এখন বিএসএফ রাতের অন্ধকারে আসে। যেদিন সশস্ত্রবাহিনী থাকবে না— সেদিন বিএসএফ এসে আর যাবে না। সশস্ত্র বাহিনীকে তিনি জাতির গৌরব বলে বর্ণনা করেন।

প্রশ্নোত্তর

ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ কত?

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র— ৪৪০ টাকা, সরকারী কলেজের ছাত্র—২১৭৫ টাকা ও বেসরকারী কলেজের ছাত্র—৮৩৮ টাকা ও

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রছাত্রীদের

(১ম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—১৮ হাজার ৯৯৮ টাকা।

আওয়ামী লীগের সদস্য অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদারের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমান বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদকে এ তথ্য জানান। বিভিন্ন স্তরের প্রতিটি ছাত্রের পেছনে এ খরচ হচ্ছে বর্তমান অর্থ বছরের।

শতকরা ৭৪ জন নিরক্ষর

জাসদ (সি)-এর এ বি এম শাহজাহানের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে, দেশের শতকরা ৭৪ জন নিরক্ষর। এদের বয়স ৫ বছরের বেশী। নিরক্ষরতার হার ১৯৭০ সালের চেয়ে শতকরা ৪ ভাগ কম।

দেশে ১ কোটি স্কুলের ছাত্রছাত্রী

আওয়ামী লীগের শেখ ফজলুল করিম সেলিমের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে দেশে বর্তমানে প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে—১ কোটি ১৭ লাখ ৩৫ হাজার ২৫৩ জন। এদের অধ্যয়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন ২ লাখ ৯২ হাজার ৮৬৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—৯১ লাখ ১৫ হাজার ৫৪৪ জন। নিম্নমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—৩ লাখ ১৪ হাজার ৫৩৩ জন। মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা—২৩ লাখ ৪৫ হাজার ১৬৬ জন।

শিক্ষামন্ত্রী আরো জানান যে দেশে সরকারী বেসরকারী প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৫৪ হাজার ৮১টি। এর মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা—সরকারী: ৩৭ হাজার ৪২১টি ও বেসরকারী: ৬ হাজার ৮০০টি।

প্রাইমারী বিদ্যালয়ে গড় ছাত্র বৃদ্ধির হার শতকরা ৪ দশমিক ৪৬ ভাগ বলে সদস্য সাইফ হাফিজুর রহমানকে মন্ত্রী জানান।

জাতীয় পার্টির সদস্য জাহাঙ্গীর মোঃ আদেলের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে চলতি বছর ১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী ব্যবস্থাধীনে আনা হবে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যায়ের জমি অধিগ্রহণ

শেখ হারুনুর রশীদের প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান যে প্রস্তাবিত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় মোট ২০০ একর জমির ওপর স্থাপন করা হবে। এ পর্যন্ত সাড়ে ৯৬ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

দেশের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়কে ৮৬-৮৭ সালে পৌনঃপুনিক খাতে ৭৯ কোটি ৪৫ লাখ টাকা ও উন্নয়ন খাতে ১৫ কোটি ২৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে সদস্য শওকত হোসেন শাজাহানকে মন্ত্রী জানান।